1. ** Discuss the nature of Roman society under the early empire. (রোমান রাজতন্ত্রের যুগের সমাজ ব্যবস্থা সম্পর্কে আলোচনা কর)।

**2nd semester 4th paper (8 mark)

Ans—রোমান সভ্যতার প্রথমযুগে সমাজ ও রাষ্ট্রের মূল ভিত্তি ছিল পরিবার। রোমানরা সামাজিক সংগঠনের একবারে সূচনায় ছিল উপজাতীয় প্রথায় বিভক্ত। এরপর তারা ছোট ছোট পরিবার বা Gens নামে পরিচিত হয়। রোমান যুগের সূচনায় এই Gens পরিবর্তিত হয়ে বড় পরিবার বা Familia নামে পরিচিত হয়। ঐতিহাসিক M. Cary, বলেছেন-'' In the political constitution of the Romans the family at all times remained a miniature state within the state.'' এই পরিবার ছিল পিতৃতান্ত্রিক।পরিবারগুলি ছিল আকারে বড় ও একান্নবর্তী। পরিবারের প্রবীনকে বলা হত 'Pater-familias'. সর্বাধীক বয়স্ক পুরুষ ছিলেন পরিবারের প্রধান,তিনি পিতা বা তার অবর্তমানে স্বামী ছিলেন।সমগ্র পরিবারের উপর তার পূর্ণ নিয়ত্রন ছিল,এমনকি তার নির্বাচিত স্ত্রী, পুত্র গ্রহন করতে বাধ্য ছিল। তবে পিতার ক্ষমতার নিয়ন্ত্রন করত 'Consilium Familiae' নামে সামাজিক সংগঠন।এছাড়া ধর্মীয় বাধানিষেধ তাকে মেনে চলতে হত।তবে বহুদিন পিতার ক্ষমতা একরকম আইনের মাধ্যমে অপ্রতিহত ছিল। তাই পিতা তার পুত্র,কন্যা, স্ত্রী কে ক্রীতদাস হিসাবে বিক্রি করে দিতে পারত।এক কথায় এই সময়ের সমাজ ছিল চরম স্বৈরাচারী পিতৃতান্ত্রিক।

নগর ব্যবস্থা গড়ে ওঠার সঙ্গে সঙ্গে একগুচ্ছ পরিবার বা Gens নিয়ে গড়ে ওঠল Curiae, কিউরিয়ার প্রধানকে বলা হত কিউরিয়ান। কিউরিয়ান ছিল শাসনব্যবস্থার স্থানীয় একক এবং সমাজের বৃহত্তর প্রতিষ্ঠান। প্রথমে এইরুপ ৩০ টি কিউরিয়া ছিল। কিউরিয়া সমাজে নতুনদের গ্রহণের বিষয়ে, ধর্মীয় আচারণ বিধি যথাযথ মেনে চলার বিষয়ে এবং নিয়মিত প্রতি কিউরিয়া থেকে সেনা সংগ্রহের বিষয়ে দেখত।তবে কিউরিয়া গুলির সম্মিলিত অধিবেশন 'কমিসিয়া-কিউরিয়াটার অনেক গুরুত্ব ছিল।এই অধিবেশনে রাজার নির্বাচনকে সমর্থন করে শপথ নেওয়া হত সকলে রাজার নির্দেশকে মেনে চলবে।তাছাড়া রাজা প্রয়োজন অনুভব করলে এই অধিবেশন নিজে থেকে আহ্বান করতেন। তবে রাজার অনুমতি ছাড়া এই সভা ডাকা যেত না। সভার সদস্যদের মতামত রাজা গ্রহণ বা বর্জন করতে পারত।কিউরিয়া গুলির অভাব অভিয়োগ রাজা অধিবেশনে শুনতেন এবং সে বিষয়ে নিজ মতামত দিতেন। বলা যায় কিউরিয়া সংগঠনটি রোমান যুগের প্রথম পর্যায়ে যথেষ্ঠ ক্রিয়াশীল ছিল।তবে কিউরিয়ার সদস্যদের দাবির প্রসঙ্গে M. Cary লিখেছেন ''Comitia was therefore little more than a sounding board which made the peoples voice audible but not necessarily effective.''

তবে সামাজিক দিক থেকে ক্রমশ রোম অভিজাততান্ত্রিক সমাজব্যবস্থার মধ্যে প্রবেশ করে। যে ব্যবস্থায় কিছু মানুষ ধনী সম্প্রদায় রুপে চিহ্নিত হয় এবং ক্রমশ সমাজে ধনী ও সাধারণ মানুষের মধ্যে সম্পত্তি গত ব্যবধান বৃদ্ধি পায়। অর্থনৈতিক পরিবর্তন সামাজিক পরিবর্তন সৃষ্টি করে, সমাজে অভিজাত বা বিশেষ অধিকার প্রাপ্ত বা প্যাট্রিসিয়ান শ্রেণীর উদ্ভব হয়। অপরদিকে অন্য মানুষেরা প্লিবিয়ান নামে পরিচিত হয়। এককথায় প্রভু ও মালিক সম্প্রদায়ের সৃষ্টি হয়। প্রথম যুগে দুটি সম্প্রদায় সামাজিক ও ধর্মীয় রীতিনীতি মেনে পরস্পর সমাজে ভালোভাবে বসবাস করেছিল। কিন্তু রোমান রাজতন্ত্রের দ্বিতীয় পর্বে নতুন রাজবংশ যখন সামরিক প্রয়োজনে সমাজকে সম্পত্তির ভিত্তিতে ৫ টি শ্রেণীতে বিভাজিত করে তখন থেকেই সামাজিক দ্বন্দ্বের সূচনা হয়।

যাউহোক রোমান রাজতন্ত্রের যুগে সমাজ ব্যবস্থা সংগঠিত ছিল একথা বলা যায়।সমাজের মূল ভিত্তি এসময়ে ছিল পারিবারিক শৃঙ্খলার উপর। তবে রাষ্ট্রীয় জীবনে পরিবারের প্রভাব ছিল না, সেখানে সব নাগরিক ছিল সমান্তরাল। কিন্তু পরিবার ও সমাজের শৃঙ্খলা থেকেই রোমানরা রাষ্ট্রীয় শৃঙ্খলার শিক্ষা লাভ করে। আর রোমানদের রাষ্ট্রজীবনের শৃঙ্খলা জন্ম দিয়েছিল রোমান আইনের, যা আধুনিক আইন ব্যবস্থার ভিত্তি। যা ছিল মানবসভ্যতার অগ্রগতিতে রোমান সাম্রাজ্যের গুরুত্বপূর্ণ অবদান। তাই ঐতিহাসিক J.Wells বলেছেন-''.....that system of law, which has become the basis of almost all modern Codes, and which is the most important contribution made by Rome to the progress of the World.''

The End

**The rise of University in medieval Europe.(মধ্যযুগের ইউরোপে বিশ্ববিদ্যালয়ের উত্থান)।2nd semester 4th paper(8 mark).

Ans- দ্বাদশ শতকের শুরুতে ইউরোপের রাজনৈতিক অবস্থান নৈরাশ্যের উপকণ্ঠে পৌঁছালেও শিক্ষা-সংস্কৃতির ক্ষেত্রে নিত্য নতুন উন্মেষের পথে ইউরোপীয় মনীষার মুক্তিকামনা এই সময়েই শুরু হয়েছিল।একশত বছরের বেশী সময়কাল ধরে ফ্রান্স, ইতালী, ইংলণ্ড, জার্মানী এবং স্পেনে মুক্ত মনের উদার চিন্তার শিক্ষা ও ভাবধারা বিস্তার করেছিল। এই নতুন চিন্তা ও ভাবধারার বিস্তার সম্ভব হয়েছিল ইউরোপের বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে উদার ও মুক্ত পরিবেশের জন্য। যে পরিবেশে একের পর এক বিশ্ববিদ্যালয়ের উদ্ভব ঘটেছিল। বিশ্ববিদ্যালয়গুলি ছিল মধ্যযুগের উন্মেষশালী প্রতিভার সবথেকে স্থায়ী উদাহরণ। এখানেই শুরু হয়েছিল আধুনিক যুক্তি ও বিজ্ঞান নির্ভর মানব সভ্যতার চর্চা।

কিছুটা হলেও এই সামগ্রিক পরিমণ্ডলের উপর ধ্রুপদী ইসলাম ও ইহুদী সংস্কৃতির প্রভাব পড়েছিল। খ্রীষ্টান ও ইহুদি পণ্ডিত একত্রে এই কার্যে সামিল হয়েছিল।এই সময়ের আন্তর্জাতিক শহর টলেডো তে ইহুদি মুসলমান এবং খ্রীষ্টান পণ্ডিত গণ একত্রে বিদ্যানুশীলনে আত্মনিয়োগ করেছিল। টলেডোকে দৃষ্টান্ত করে সিসিলি, মিলান, নেপলস, প্যালারমো প্রভৃতি স্থানে দ্রুত গড়ে ওঠে বিদ্যাচর্চার কেন্দ্র। তবে দ্রুত এই ঐতিহ্য গ্রহণ করে ইউরোপের অক্সফোর্ড, কলোন, বাসেল, ক্রাকা ও প্রাগ ভিয়েনা প্রভৃতি শহর। অন্যদিকে ক্রমশ ইহুদি বিদ্যাচর্চা বিলুপ্ত হয়।

বিদ্যাশিক্ষার এই নতুন ভাবধারার খ্রীষ্টান চার্চ সহযোগী হয়েছিল। চার্চের ক্রম বর্ধমান প্রভাব প্রতিপত্তির কারনে শিক্ষিত, আইনজ্ঞ, ও সম্পত্তি তদারক করার মত যোগ্য মানুষের প্রয়োজন দেখা দেয়। তাছাড়া বিধর্মীদের আক্রমন থেকে চার্চকে রক্ষার প্রয়োজনে চার্চের উদ্যোগেই বহু বিশ্ববিদ্যালয়ের জন্ম ও ব্যাপক বিস্তার ঘটে এবং প্রচলিত শিক্ষা ব্যবস্থার উপর চার্চ কিছুটা নিয়ন্ত্রন স্হাপন করে। এছাড়া আর্থ-সামাজিক পরিবর্তন ও বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষা বিস্তারে সহযোগী হয়েছিল। সামন্ততন্ত্রের চরম বিকাশের যুগে রাষ্ট্রের সংগঠন, প্রশাসন ও অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে দরকার ছিল প্রচুর কর্মচারি, করনিক, হিসাব রক্ষক, আইনজ্ঞ, কূটনীতিক, চিকিৎসক প্রভৃতি শিক্ষিত মানুষের। এই শিক্ষার উপযুক্ত পরিকাঠামোর কারণেও বিশ্ববিদ্যালয়ের বিস্তার ঘটে। এছাড়া ক্রুসেডের ফলে আরব ও গ্রীক সভ্যতার সংস্পর্শ পশ্চিমী জনমানসে জ্ঞানান্বেষণের তৃষ্ণা বৃদ্ধি করে।

বর্হিজগতের প্রবল প্রেরণা বা প্রয়োজনের কথা বাদ দিলেও শিক্ষাদান ও শিক্ষা গ্রহণের ব্যবহারিক অসুবিধাই এই জাতীয় শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের উত্থানের বিশেষ প্রয়োজনিতা উপলব্ধি করিয়েছিল। শিক্ষক ও ছাত্র সমাজ উভয়ের জ্ঞানান্বেষণ, উচ্চ শিক্ষার জন্য বিশ্ববিদ্যালয়ের মত প্রতিষ্ঠানের একান্ত প্রয়োজন হয়ে পড়ে।তবে বিশ্ববিদ্যালয় গুলি মূলত দ্বৈত ভূমিকা নিয়েছিল। কখনও তারা মানব চিত্তের প্রসার,মননশীলতা বিস্তারের, আবার কখনও সংকীর্নতা, সীমাবদ্ধতা, প্রগতি বিরোধীতার বিরুদ্ধে বিদ্রোহে নিমগ্ন হয়েছে। বোলোন্যা বিশ্ববিদ্যালয় ইউরোপের শিক্ষক হিসাবে পরিচিতি পেয়েছিল,কিন্তু প্যারী বিশ্ববিদ্যালয় তৎকালীন সময়ে ব্যাপকভাবে নিন্দিত হয়েছিল। যদিও প্রগতিশীল শিক্ষা বিস্তারে এই বিশ্ববিদ্যালয়ের বিশেষ ভূমিকা ছিল।এই দুটি প্রতিষ্ঠানে আইন,দর্শন, ব্যাকরণ,অলঙ্কারশাস্ত্র, সঙ্গীত,গণিত, জ্যামিতি এবং জ্যোতির্বিদ্যা বিষয়ে শিক্ষণ দেওয়া হত। অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রাকৃতিক বিজ্ঞান সাধনায় নিমজ্জিত ছিল। এরপর ইংলণ্ডে এক্সিটার,অরিয়েল,কুইনস প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য সিক্ষা প্রতিষ্ঠান গড়ে ওঠে। পার্দুয়া বিশ্ববিদ্যালয় খ্যাতি অর্জন করে বিজ্ঞান সাধনায়। এখানের শিক্ষার্থী ছিল কোপারনিকাস ও গ্যালিলিও। ইতালীতে ভিলেনজা, স্পিয়াসেনজা, সিয়েনা, ভেরোনা, স্পিসা প্রভৃতি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান গড়ে ওঠে।

মধ্যযুগের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে কলহ,উশৃঙ্খলতা, প্রবল মতপার্থক্য, বিবাদ, ধর্মীয় বিধান ও ব্যাবধান থাকলেও মুক্ত জীবনধারা, ছাত্র-শিক্ষক সম্পর্ক উৎকৃষ্ট শিক্ষা বিস্তারের অনুকূল পরিবেশ গড়ে তুলেছিল।

রোমান সাম্রাজ্যের পতনের পর শিক্ষা ক্ষেত্রে যে বন্ধা অবস্থার সৃষ্ঠি হয়েছিল, বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষার বিস্তার সেই প্রতিবন্ধকতা দূর করতে সক্ষম হয়। রাজ পরিবার থেকে সাধারণ মানুষের সবার জন্য শিক্ষা লাভের দরজা উন্মুক্ত হয়। সামাজিক বিপ্লবের প্রতি পদক্ষেপে পথপ্রদর্শকের ভূমিকা পালন করে বিশ্ববিদ্যালয় গুলি। মধ্যযুগ থেকে বর্তমান সময় পর্যন্ত পাশ্চাত্য রাষ্ট্রব্যবস্থার সামগ্রিক বিকাশ ও উন্নয়নে স্থায়ী ভূমিকা পালন করে চলেছে বিশ্ববিদ্যালয় গুলি।

The End

**Write a note on provincial government in the Roman Republic. (রোমান প্রজাতন্ত্রের প্রভেন্সিয়াল সরকার সম্পর্কে সংক্ষেপে আলোচনা কর). 2nd semester 4th paper-8 mark.

Ans- রোমান সাম্রাজ্যে ইতালির বাইরে যে বিজিত অঞ্চল ছিল সেখানে যে শাসন ব্যবস্থা কার্যকরি ছিল তা প্রভেন্সিয়াল শাসনব্যবস্থা নামে খ্যাত। প্রভিন্সগুলি গঠন করা হয়েছিল রোমান প্রজাতন্তের প্রতিরক্ষার জন্য,মূল ইতালিয় অঞ্চলকে নিরাপত্তা দেওয়ার জন্য। পাশাপাশি প্রভিন্সগুলি অর্থনৈতিক লাভজনক কেন্দ্র ছিল। রোমান সাম্রাজ্যের এই প্রভিন্স গুলি দীর্ঘদিন ধরে ক্রমান্বয়ে বিভিন্ন শাসকের সময়ে বৃদ্ধি পেয়েছিল।রোমান সিনেট খ্রীস্টপূর্ব ১৪৬ অব্দে প্রভিন্সগুলির শাসন সম্পর্কে বিশেষ আইনবিধি প্রবর্তন করেছিল যা Lex Provinciae নামে খ্যাত। দশজন সিনেটর দ্বারা গঠিত একটি কমিশনের সুপারিশ অনুসারে এই আইনবিধি তৈরি হয়েছিল। আইনে বলা হয় যে প্রতিটি প্রভিন্সে একজন করে গভর্নর নিযুক্ত হবেন। গভর্নর কে নিযুক্ত করবেন কনসাল,সিনেটের পরামর্শ মত।যদিও সব প্রভিন্সের জন্য একই ধরনের আইনবিধির কথা বলা হয়নি।

প্রভিন্সগুলির গভর্নররা স্থানীয় স্বায়ত্বশাসন স্বীকার করে সাধারন মানুষকে সুযোগসুবিধা দানের কথা বলেন। প্রতিটি প্রদেশে একজন করে প্রাদেশিক গভর্নর নিযুক্ত ছিলেন। সাধারণত রোমের প্রতি আনুগত্যহীনতা, অর্থনৈতিক দূর্নীতি, অরাজকতা ইত্যাদি পরিস্থিতি ছাড়া স্বায়ত্তশাসনে গভর্নর হস্তক্ষেপ করতেন না।তবে খ্রীস্টপূর্ব দ্বিতীয় শতক পর্যন্ত কোনো প্রভিন্সের অধিবাসীকে রোমান নাগরিকের মর্যাদা দেওয়া হয়নি।

সাধারণত কনসাল সিনেটের পরামর্শে প্রাদেশিক গভর্নরকে নিয়োগ করতেন। তবে সিনেটের কোনো প্যাট্রিসিয়ান সদস্যকেই নিয়োগ করা হত। সিসিলি ও সার্ডেনিয়া প্রদেশে গভর্নরকে সাহায্য করার জন্য একজন করে প্রিটর নিযুক্ত করা হয়েছিল।খীস্টপূর্ব ২২৮ অব্দ থেকে প্রাদেশিক শাসক হিসাবে এখানে একজন করে প্রিটর নিযুক্ত হয়েছিল।তারা একবছরের জন্য সাধারণ সভা দ্বারা নির্বাচিত হতেন।ম্যাসিডোনিয়া ও আফ্রিকাকে Province করার পর সব প্রদেশে কনসাল বা প্রিটর মর্যাদার ব্যক্তিত্বকে গভর্নর হিসাবে নিযুক্ত করা হতে থাকে।

প্রাদেশিক গভর্নরদের প্রধান কাজ ছিল তার প্রদেশের মানুষ যাতে সুবিচার পায় তার ব্যবস্থা করা এবং অভ্যন্তরীন শান্তি বজায় রাখা। গুরুত্বপূর্ণ মামলা গুলি গভর্নর সরাসরি নিজে বিচার করতেন।এক্ষেত্রে তার গঠিত জুরি বেঞ্চ তাকে অনুসন্ধান করতে সাহায্য করত।তিনি তার প্রভিন্সকে কয়েকটি বিচার বিভাগীয় এলাকায় ভাগ করে, প্রতিটি বিভাগের গুরুত্বপূর্ণ শহরে বিচারালয় স্থাপন করেন। যেখানে গভর্নরের উপস্থিতিতে গুরুত্বপূর্ণ বিচারগুলি সম্পন্ন হত। বাকী বিচার স্হানীয় বিচারক দ্বারা সম্পন্ন হত। তবে তার এলাকায় বিশেষ কিছু সম্প্রদায়ের মানুষ বাস করলে, তাদের বিচারের ভার ছিল ঐ সম্প্রদায়ের প্রধানের উপর।

গভর্নর তার প্রভিন্স সুপরিচালনার জন্য সিনেটের অনুমতি নিয়ে কিছু নিজস্ব কর্মচারী নিয়োগ করতেন।গভর্নর যদি দেখতেন যে তার অধীনে থাকা সেনাবাহিনীর নায়করা বিশ্বাসযোগ্য নয়, তাহলে তিনি সৈন্যদের সেনাপতি হিসাবে প্রিফেক্টর নিযুক্ত করতেন। সরকারি কর্মচারির উচ্চপদগুলিতে সাধারণত রোমানদের, বাকি পদগুলিতে স্থানীয়দের নিয়োগ নীতি প্রচলিত ছিল। গভর্নরকে অর্থবিষয়ে সাহায্য করতেন সেখানে নিযুক্ত কোয়েস্টরগণ। কোয়েস্টরগণ প্রদেশে নিযুক্ত কর্মীদের এবং গভর্নরের অফিসে নিযুক্ত কর্মচারিদের বেতনদান করতেন। এছাড়া তারা রাজস্ব ও অনান্য কর আদায় করতেন। সেকাজে তারা রোমান ও কিছু স্থানীয় রাজস্ব কর্মচারী নিয়োগ করতেন।প্রভিন্সের অধিবাসীদের রোমকে করদানে বাধ্য করা হয়েছিল।মূলত বিদেশী আক্রমণ থেকে রক্ষা এবং শাসন,বিচার ব্যবস্থা পরিচালনার জন্য এই কর বা অর্থ আদায় করা হত। বেশীরভাগ প্রভিন্সে রৌপ্যমুদ্রার মাধ্যমে কর আদায় করা হত। মানুষের পেশা, শিল্প, সরকারী খাসজমি,ব্যবসা-বাণিজ্য থেকে ও কর আদায় করা হত। আদায়ীকৃত রাজস্বের একটি অংশ রোমে পাঠানো হত, বাঁকী অংশ শাসন,বিচার ও সেনাদের ভরণপোষনের জন্য প্রভিন্সে থাকত। তবে বৃহত্তর প্রভিন্স এশিয়ার ক্ষেত্রে রোমান Tax farming Companies-দ্বারা রাজস্ব আদায় করা হত।রৌপ্য মুদ্রা ও পণ্য বিনিময়ের মাধ্যমে অর্থনৈতিক লেনদেন চলত।

এই রাজস্ব আদায় ব্যবস্থা প্রভিন্সের অধিবাসীদের চরম শোষন ও লাঞ্চনার শিকার করেছিল। প্রভিন্সগুলিতে অর্থনৈতিক শোষণের পথ দেখিয়েছিল গভর্নর রাই।এক এক জন প্রভিন্সিয়াল গভর্নর ধনকুবের এ পরিণত হয়েছিল। রোমের সাধারণ সভাতে মাঝে মাঝেই প্রভিন্সে নিযুক্ত দুর্নীতিগ্রস্থ কর্মীকে জবাব দিহি করতে হয়েছে, শাস্তি ও পেতে হয়েছে। গভর্নরের বিচারের জন্য বিশেষ আদালত ও গঠিত হয়েছে। তবে প্রকৃত বিচার হয়নি,ফলত শোষণ উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পেয়েছে।

যদিও রোমান প্রভিন্সিয়াল ব্যবস্থায় সব কিছু খারাপ ছিল তা কিন্তু নয়। খ্রীষ্টপূর্ব তৃতীয় শতক পর্যন্ত এই ব্যবস্থা রোমে প্রচুর অর্থ,খাদ্যশস্য, অস্ত্রশস্ত্র যোগান দিয়েছিল। রোম এই পর্যায়ে উন্নতির চূড়ান্ত সীমায় পৌঁছেছিল।প্রভিন্সগুলিতেও তখন উন্নতি এসেছিল। মানুষ বিনা যুদ্ধে শান্তিতে বসবাস করেছিল। কিন্তু খ্রীষ্টপূর্ব দ্বিতীয় শতক থেকে প্রভিন্স শাসন স্থানীয় অধিবাসীদের কাছে অভিশাপ হয়ে দাঁড়াল। রোমান প্রজাতন্ত্রের প্রভিন্সিয়াল শাসনব্যবস্থার ফলাফল সম্পর্কে ঐতিহাসিক পেরি অ্যাণ্ডারসন লিখেছেন,'' প্রথম থেকেই পশ্চিম অভিমুখে বাধাহীন সামরিক অভিযান ও দেশ দখল দ্বারা পশ্চিম ভূমধ্যসাগরীয় অঞ্চল ও উত্তরের পশ্চাদভূমিকে ঐক্যবদ্ধ করে এক ধ্রুপদী জগৎ তৈরি রোমান প্রজাতন্তের চূড়ান্ত সফল কার্যাদি। এটি ছিল পূর্বাভিমুখে কূটনৈতিক সতর্কতাপূর্ণ রাজ্যজয় নীতি থেকে সম্পূর্ণ পৃথক। যাইহোক প্রজাতন্ত্রের শেষ পর্যায়ে প্রভিন্সিয়াল শাসনে চূড়ান্ত দুর্নীতি ও অনাচার প্রজাতন্ত্রের পতনের একটি অন্যতম কারণ, সন্দেহ নেই।

The End page-3

**Examine the roll of Roman Empire in the rise of Christianity. (খ্রীষ্টধর্মের উত্থানে রোমান সাম্রাজ্যের ভূমিকা/ খ্রীষ্টধর্মের উত্থানের কারন)

{12 mark}, CC-4,

Ans--- মিশরীয় আইসিস ও স্যারোপিস ধর্মবিশ্বাস, পারসিক মিথ্র ধর্মবিশ্বাস,ইহুদি ধর্মবিশ্বাস এবং খ্রীষ্টান ধর্মবিশ্বাস-এই চারটি ধর্মবিশ্বাস কে কেন্দ্র করে রোমান সভ্যতার ধর্মীয় প্রতিদ্বন্দ্বিতা চলেছিল। এদের মধ্যে রোমান খ্রীষ্টানরা ক্রমশ ধর্মীয় সংগঠন গড়ে তুলে অন্যান্য ধর্মগুলি অপেক্ষা দ্রুত বিস্তার লাভ করেছিল। খ্রীষ্টীয় দ্বিতীয় শতকে বিশেষ করে সম্রাট এম. অরেলিয়াসের শাসনকালে(১৬১-১৮০ খ্রীষ্টাব্দ) খ্রীস্টানরা সমাজের নীচুতলা থেকে তাদের চার্চ সংগঠনকে বিভিন্ন পর্যায়ে বিভক্ত করে কেন্দ্রীয় সংগঠন গড়ে তোলে এবং সমগ্র খ্রীস্টানদের মধ্যে যোগাযোগ গড়ে তোলে। খ্রীস্টীয় তৃতীয় শতকে বিভিন্ন শহরের বিশপদের নিয়ে প্রাদেশিক কাউন্সিল গঠন করা হয়। নিয়মিত ধর্মসভা আহ্বান, অর্থ সংগ্রহ ও চার্চ বিষয়ক নিয়মকানুন প্রবর্তনের কথা বলা হয়।সম্রাট কনস্টান্টাইনের রাজত্বকালে একাধিক প্রদেশের বিশপদের নিয়ে বৃহত্তর ধর্ম সম্মেলনের ব্যবস্থা করা হয়।২১৪ খ্রীস্টাব্দে অরিলেটে,৩২৫ খ্রীস্টাব্দে নিকিয়াতে ধর্ম সম্মেলন হয়। যদিও বিশ্বজনীন চার্চ গঠন ৩৩০ খ্রীস্টাব্দ নাগাদ সম্পূর্ণ হয়।তবে রোমে খ্রীস্টান চার্চের একাধিপত্য প্রতিষ্টিত হয় ৪৫১ খ্রীস্টাব্দে যখন চালসিডন ধর্ম সম্মেলনে পোপ প্রথম লিওর সমস্ত চার্চের প্রধান পোপ এই দাবি প্রতিষ্টিত হয়।

তবে খ্রীষ্টধর্মের বিস্তার কিন্তু মসৃন ভাবে সম্পন্ন হয়েছিল একথা বলা যায় না।রোমান ও গ্রীকরা ছিল বহুদেবতায় বিশ্বাসী,তাই খ্রীষ্টধর্মের একেশ্বরবাদের বিরুদ্ধে তারা আক্রমনাত্মক ভূমিকা গ্রহণ করেছিল। খ্রীস্টীয় প্রথম দুটি শতকে রোমান সাম্রাজ্যে ইহুদি,প্যাগান ও খ্রীষ্টানদের মধ্যে দ্বন্দ্ব ছিল তীব্র, প্রচুর রক্তপাত ও হয়েছিল। ঐতিহাসিক গ্লোভার তার লেখা-''The conflict of Religious in the Early Roman Empire'' গ্রন্থে লিখেছেন খ্রীস্টীয় প্রথম শতাব্দী গুলিতে মাত্র কয়েকজন সম্রাট খ্রীষ্টানদের পক্ষে ছিল।খ্রীষ্টানরা সম্রাটদের পূজা অস্বীকার করলে তাদের শাস্তি দেওয়া হয়। সম্রাট নিরো রোমের অগ্নিকাণ্ডের জন্য খ্রীস্টানদের দায়ী করে অনেক খ্রীস্টানকে চরম শাস্তি দেন।তবে সম্রাট কনস্টান্টাইনের সময়ে আদিম রোমান ধর্মে বিশ্বাসী এবং খ্রীস্টানদের মধ্যে সুসম্পর্ক বজায় ছিল।

১১০ খ্রীস্টাব্দে সম্রাট ট্রাজান নির্দেশ দেন খ্রীস্টানদের সম্রাটের উদ্দেশে পূজা ও বলিদান করে সম্রাটের প্রতি আনুগত্য প্রমান করতে হবে।নাহলে দেশদ্রোহীতার অপরাধে শাস্তি পেতে হবে। এই আইন অনেক খ্রীস্টানের মৃত্যুর কারণ হয়েছিল। তৃতীয় শতকে আফ্রিকা ও মিশরে খ্রীস্টানদের উপরে সম্রাট সেপ্টিমিয়াস সেভেরাস ও আলেকজাণ্ডার সেতেরাস অত্যাচার চালিয়েছিলেন।২৫০ খ্রীস্টাব্দে সম্রাট ডেসিয়াস আদেশ দেন যে খ্রীস্টানরা যেন তাদের বিশ্বাস ছেড়ে pagan ধর্ম পদ্ধতি মেনে চলে।২৫৭ খ্রী: ভ্যালেরিয়ানাস খ্রীষ্টান ক্লার্জিদের রাষ্ট্রীয় আদি উৎসবগুলিতে যোগ দেওয়ার নির্দেশ দেন। এই সকল তীব্র প্রতিকূলতার মধ্যে ও খ্রীষ্টান ধর্ম তার বিস্তারের গতি অব্যাহত রেখেছিল।

খ্রীস্টীয় সাহিত্যের বিকাশ এই ধর্মের বিস্তারেও বিশেষ সাহায্য করেছিল।১০০ খ্রীস্টাব্দ নাগাদ যিশুর বাণী ও চার্চের নিয়ম কানুন প্রথম লিপিবদ্ধ হল। New Testament রচিত হল। সমগ্র পশ্চিম জগৎ তা লাতিন ভাষায় লাভ করে। এছাড়া প্লেটোর দর্শন,ভোগবাদী দর্শন, নির্বিকারবাদী দর্শন ইত্যাদির আলোকে খ্রীষ্টান ধর্ম ও চার্চের রীতি নীতিকে নতুন সাজে সাজানো হয়।আত্মপক্ষ সমর্থনকারী দু:খপূর্ণ লেখাগুলি সাধারণ মানুষকে বিশেষভাবে স্পর্শ করেছিল।তাছাড়া খ্রীষ্টান ধর্মের ভ্রাতৃত্ববোধ, ক্ষমাগুন, স্বর্গ-নরক সম্পর্কে স্পষ্ট ধারণা, ধনী-দরিদ্র নির্বিশেষে সকলকে সম দৃষ্টিতে দেখা ইত্যাদি ক্রমশ মানুষকে মুগ্ধ করেছিল যা প্যাগান বা ইহুদি ধর্ম পারেনি।২৬০ খ্রীস্টাব্দ নাগাদ খ্রীষ্টানরা স্বাধীনভাবে বসবাস করার সুযোগ পায় এবং সম্রাটের পূজা করতে আর তারা বাদ্ধ থাকল না। তারা সৈন্যবাহিনীতে এবং সরকারি পদে চাকুরি করার অনুমতি পায়।তথাপি সম্রাট ডায়োক্লিসিয়ানের সময় তাদের অনেকের বেসামরিক অধিকার কেড়ে নেওয়া হয়,অনেককে শাস্তি দেওয়া হয় এবং অনেককে দাসে পরিণত করা হয়।

সম্রাট কনস্টান্টাইনের সময়ে খ্রীষ্টানদের নিরাপত্তার বিষয়টি সুনিশ্চিত হয়। তিনি ৩১২ খ্রীস্টাব্দে খ্রীষ্টধর্ম গ্রহণ করলে খ্রীষ্টানরা এক নতুন জগৎ লাভ করে।নিজ ধর্ম পালনের অধিকার লাভ করে। সম্রাট খ্রীষ্টানদের পরামর্শ দাতা নিয়োগ করেন, খ্রীস্টান রীতি অনুসারে রবিবার ছুটির দিন ঘোষণা করেন এবং তিনিই প্রথম রোমান সম্রাট হিসাবে খ্রীষ্টান ধর্মকে রাষ্ট্রীয় ধর্ম রুপে ঘোষণা করেন। তিনি রোমান সাম্রাজ্যের নতুন রাজধানী কনস্টান্টিনোপল (বাইজানটিয়াম)-এ pagan মন্দির নির্মাণ নিষিদ্ধ করেন, খ্রীষ্টান চার্চকে বিশেষ সুযোগ সুবিধা প্রদান করেন। তিনি নিকিয়াতে ধর্ম সম্মেলন আহ্বান করে শান্তির দূতের ভূমিকা গ্রহণ করেন। পরবর্তীকালে সম্রাট জুলিয়ান প্যাগান ধর্ম ফিরিয়ে আনার চেষ্টা করে ও সফল হননি।

তবে পশ্চিম ইউরোপে খ্রীষ্টান ধর্ম তখনও বিশেষ বিস্তার হয়নি।তবে কনস্টান্টাইনের সময় থেকে খ্রীষ্ট ধর্মীয় পুরোহিত শ্রেণী পশ্চিমে ব্যাপকভাবে খ্রীষ্টধর্ম প্রচারে ও চার্চ স্থাপনে লিপ্ত হন। এই সময়েই সেন্ট অগাস্টাইনের লেখা De Civitate Dei-গ্রন্থে খ্রীষ্টানদের সহজ-সরল নিয়মকানুনগুলি মানুষের কাছে গ্রহণযোগ্য হয়।ফলে পশ্চিম ইউরোপেও দ্রুত খ্রীষ্টান ধর্মের মানুষের সংখ্যা বৃদ্ধি পেতে থাকে।তথাপি বলা যায় সম্রাট শার্লামানের আবির্ভাবের পূর্বে পশ্চিম ইউরোপের সংখ্যা গরিষ্ট মানুষ এই ধর্ম গ্রহণ করেনি।

খ্রীষ্ট ধর্মের বিকাশে চার্চ ও যাযকরা বিশেষ ভূমিকা নিয়েছিল।এই ধর্মের উৎপত্তির পর থেকেই যিশু অনুগামীরা চার্চ স্থাপন ও ধর্ম প্রচারে লিপ্ত হন। যিশুর অনুগামী সেণ্ট পলের যিশুর বাণী প্রচারের ঐকান্তিক প্রচেষ্টা জুডেয়া প্রভিন্সে বহু পরিবারকে আকৃষ্ট করে।তার কার্যকলাপের জন্য যীশুর বাণী খ্রীষ্টধর্ম রুপে পরিচিতি লাভ করে।পূর্বাঞ্চলের প্রভিন্সগুলিতে তিনি এই ধর্মকে ব্যাপকভাবে প্রচার করেন।যদিও রোমান শাসকরা তাকে ৬৪ খ্রীস্টাব্দে মৃত্যুদণ্ড দেন।অপর একজন বিশিষ্ট খ্রীষ্টধর্ম প্রচারক ছিলেন সেন্ট পিটার।ইহুদি ধর্মকে অনুসরণ করে খ্রীষ্টানরা খুব দ্রুত চার্চ স্থাপন করে এবং বিভিন্ন ক্রম পদ চার্চে সৃষ্টি করা হয়।পূর্ব ও পশ্চিম ইউরোপে অসংখ্য চার্চ স্থাপিত হয়।চার্চ অতিসাধারন ও আন্তরিকভাবে প্রচুর ইচ্ছুক মাসুষকে ধর্মান্তরিত করে।চার্চে দীক্ষা অনুষ্ঠান, খ্রীষ্টধর্মীয়দের মাঝে মাঝে মিলন এবং ধর্মীয় নির্দেশগুলি মেনে চলার শপথ-সাধারণ মানুষকে চার্চ ও খ্রীষ্টান ধর্ম সম্পর্কে আগ্রহী করে তোলে।অন্যদিকে চার্চকে কেন্দ্র করে ধর্ম যাজকদের জনকল্যানমূলক কাজ, শান্তির বাণী প্রচার এই ধর্মকে বিস্তারে বিশেষ সাহায্য করে।তবে এই যাজকদের মধ্যেকার বিবাদ সাময়িক সংকট সৃষ্টি করে।যদিও শেষ পর্যন্ত রোমের প্রধান যাজকের হাতে সমগ্র পশ্চিমের চার্চ ব্যাবস্থার নেতৃত্ব আসে এবং রোমের প্রধান যাজকই খ্রীষ্ট ধর্মের গুরু বা পোপ হিসাবে পরিচিত হন। পোপদের কার্যকলাপে খ্রীষ্টধর্মের বিজয়রথ উড্ডীন থাকে।খ্রীষ্টান ধর্মকে কেন্দ্র করে রোমান সাম্রাজ্য তথাকথিত Universal Empire'-এ পরিণত হয়।

এভাবে খ্রীষ্টধর্ম রোমানদের প্যাগান ধর্ম,মিথ্রদেব ধর্ম,মিশরীয় ধর্ম এবং একেশ্বরবাদী ইহুদি ধর্মকেও পিছনে ঠেলে দিল।মূলত খ্রীষ্ট ধর্মের সামগ্রিকতা,বিপ্লবী ভাবনা,সীমাহীন ভালোবাসা,দানশীলতা,সহানুভূতি সকলের কাছে এই ধর্মকে গ্রহণযোগ্য করে তুলেছিল। এবিষয়ে ঐতিহাসিক মাইকেল গ্র্যান্ট লিখেছেন-''This was a doctrine of total, revolutionary, unrestricted love, charity, and sympathy-not excluding woman, since Jesus was born of a human woman; extending to children; embracing even the totally hopeless and destitutes', those whom society had rejected.'' এই ধর্মের বাণী-দরিদ্র তোমরা সুখি,কারণ তোমাদের জন্য ঈশ্বরের রাজ্য অপেক্ষা করে আছে। ক্ষুদার্থ,তোমরাও সুখী,কারণ তোমাদের একদিন ক্ষুধা নিবৃত্ত হয়ে পরিতৃপ্তি আসবে।কিন্ত হায় ধনী, তোমারও সান্তনা আছে।হায় তুমি হাসছ, কারণ তুমি একসময় কাঁদবে। এই সকল বাণী,যীশুর জীবন দিয়ে আত্মত্যাগ,এই ধর্মকে ইসলামের উত্থানের পূর্ব পর্যন্ত অপ্রতিদ্বন্দ্বীতে পরিণত করল।

The End

***Short note on the Cluniac reform movement (ক্লুনির সংস্কার আন্দোলন সম্পর্কে সংক্ষেপে লেখ)। ৫ mark.

Ans—খ্রীষ্টীয় দশম শতক ইউরোপে সংস্কারের শতক।যে সংস্কার কার্য প্রথম শুরু হয় মঠগুলিতে।এক্ষেত্রে সর্বাধিক উল্লেখযোগ্য ৯১০ খ্রীস্টাব্দে ধর্মপ্রাণ ডিউক উইলিয়াম কতৃক প্রতিষ্ঠিত বার্গাণ্ডির ক্লুনির মঠের সংস্কার কার্যাবলী।ক্লুনির প্রভাব ও প্রসিদ্ধি ছিল দূর বিস্তৃত, সুগভীর এবং দীর্ঘস্থায়ী।যা সমগ্র মহাদেশে ছড়িয়ে পরে। প্রথম থেকেই এই মঠ ছিল স্বাধীন, স্বয়ংসম্পূর্ণ ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান। রাজতন্ত্র বা সামন্ততন্ত্র এখানে প্রভাব বিস্তারের সুযোগ পায়নি।

ক্লুনির সংস্কারে প্রাধান্য পেয়েছিল বেনেডিকটিয় উপাসনা পদ্ধতি এং ধর্মীয় শুদ্ধাচার। ঈশ্বর আরাধোনা, প্রার্থনা সঙ্গীত এবং ভগবৎ প্রেম ছিল ক্লুনির আদর্শ।এই মঠের ধর্মীয় পরম্পরা এবং নিষ্ঠা ছিল বিস্ময়কর।কারণ পার্থিব শক্তি অর্জনে ক্লুনির কোন উৎসাহ ছিল না। চার্চের অনাচারের প্রতিবাদ,যাজকদের ধর্মীয় বিচ্যুতি প্রতিরোধ,বিশপদের গীর্জার বিপুল সম্পত্তি ভোগ দখল,বিশপ পদ ক্রয়-বিক্রয়,বিবাহিত ব্যাক্তিদের যাজক পদ লাভ এবং মঠ জীবনের উপর রাজা বা সামন্তদের প্রভাব বিস্তারের মত কু-কর্মের প্রতিবাদ স্বরুপ ক্লুনির সংস্কার আন্দোলনের সূচনা। যে আন্দোলনের আদর্শ ছিল-(১)লৌকিক নিয়ন্ত্রন থেকে মুক্তি ও লৌকিক জগতের প্রতি উদাসীন থাকা,(২)স্বাধীনভাবে অ্যাবট নিয়োগ,(৩)সামন্তপ্রভু বা দেশের শাসকের প্রভাব মুক্ত থাকা,(৪)বেনেডিক্টিয়ান পদ অনুসারে পোপের নিয়ন্ত্রনে থেকে অন্তরমুখি কাজকর্ম সম্পন্ন করা,(৫)পোপ ও সম্রাটের দ্বন্দ্বে যোগ না দেওয়া,(৬)সমাজের সর্বস্তরের সকল মঙ্গলকাজে যুক্ত থাকা,(৭)মঠের হৃত সম্পত্তি পুনরুদ্ধারের অনমনীয় মনোভাব গ্রহণ এবং নিজ শাখা প্রতিষ্ঠান গুলিকে একই পথে পরিচালনা।

ক্লুনির এই আদর্শের কারনে পোপ এই সংস্কার আন্দোলনকেও আদর্শ পোপতন্ত্রের কার্য বলে তুলে ধরেছিল।লক্ষ্য,আদর্শ,মতবাদ ও কর্ম পদ্ধতির অভাবিত আদর্শ ক্লুনির মঠকে পথ প্রদর্শকে পরিণত করেছিল চার্চের সংস্কারকদের নিকট।তাই ক্লুনির সংস্কার আন্দোলন দ্রুত বার্গাণ্ডি থেকে ফ্রান্স ও স্পেন,লোরেণ থেকে ইংলণ্ড এবং জার্মানী ও ইতালি পর্যন্ত প্রভাব বিস্তার করেছিল।ফলে দ্বাদশ শতকের মধ্যে ইউরোপে ক্লুনির প্রায় ৩০০ টি কেন্দ্র স্থাপিত হয়।

The End

*** A short note on Pontifex Maximus. (পণ্টিফেস ম্যাক্সিমাস সম্পর্কে সংক্ষেপে লেখ)। 5 mark.

Ans— রোমান সভ্যতার প্রথম থেকে প্রধান পুরোহিত Pontifex Maximus নামে পরিচিত ছিল।যার কাজ ছিল রাজার নিকট থেকে দায়িত্ব নিয়ে ধর্মীয় উৎসব অনুষ্টান ও সরকারি কাজকর্মের বাৎসরিক বর্ষপঞ্জি ও দিনপঞ্জি বানানো।২৭ খ্রীস্টাব্দে গ্যায়াস অক্টাভিয়ান রোমে প্রজাতন্ত্রের সমাপ্তি ঘটিয়ে প্রিন্সেপস বা প্রথম নাগরিকের শাসন বা সম্রাটের শাসন শুরু করেন। সিনেট তাকে অগাস্টাস উপাধি দিলে তিনি অক্টাভিয়ান নাম পরিত্যাগ করে অগাস্টাস নামে নিজেকে পরিচিত করেন। এই শাসন কালে তিনি একাধিক সংস্কার করেন। ধর্মীয় ক্ষেত্রে রোমের প্রধান পুরোহিত বা Pontifex Maximus এর কার্জক্রম এবং সংঙ্গাকে তিনি সম্পূর্ণ পরিবর্তিত করেন। লিপিডাসকে তিনি পণ্টিফেস ম্যাক্সিমাস পদে নিযুক্ত করেন,তবে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত তিনি নিজেই নিতেন। ১২ খ্রীস্টাব্দে লিপিডাস মারা গেলে সিনেটের কথা মত তিনি পণ্টিফেস ম্যাক্সিমাস পদটি গ্রহণ করেন।

এর ফলে ধর্মীয় আদেশ বা নির্দেশ সম্রাটের নিয়ন্ত্রনে চলে আসে। তিনি নিজেকে এক দেবতা হিসাবে বা Divi filius বা Son of God হিসাবে প্রচার করেন। এমনকি প্রভিন্সগুলিতে তার মূর্তি নির্মান ও পূজা করার অনুমতি দেন। কবি হোরেস লিখেছেন যে অগাস্টাস তার মহত্ত্বকে দেবতা লরেসের মহত্ত্বের সাথে যুক্ত করে আরাধনার অনুমতি দেন। ফলে রোমা ও অগাস্টাসের যুগ্ম মূর্তির পূজা শুরু হয়। সম্রাট পণ্টিফেস ম্যাক্সিমাস হিসাবে প্রচুর মন্দির সংস্কার ও নতুন মন্দির নির্মান করেন। তিনি অ্যাপলো ও ডায়ানার আরাধনার উপর গুরুত্ব দেন। তিনি শতবর্ষের ধর্মীয় উৎসব Ludi Seculares কে সাম্রাজ্যের অরাজকতার শেষ ও শান্তির যুগের শুভারম্ভ বলে ঘোষণা করেন। মূলত অগাস্টাস পণ্টিফেস ম্যাক্সিমাস রুপে রোমান ও ইতালিয়ানদের পুরনো ধর্ম ও ধর্মরীতিকে ফিরিয়ে আনার প্রচেষ্টা গ্রহণ করেন, যদিও তা সফল হয়নি।

The End

**Discuss the works of Livy and Tacitus as sources of Roman History.(রোমান ইতিহাসের উপাদান হিসাবে লিভি ও ট্যাসিটাস এর ভূমিকা আলোচনা কর)। 5 mark.

Ans—রোমান ঐতিহাসিক লিভি ও ট্যাসিটাস-এর লেখা ইতিহাস গ্রন্থ রোমান সভ্যতার ইতিহাসের অন্যতম প্রামাণ্য দলিল।লিভির ইতিহাস গ্রন্থ-History of Rome from its Foundation 142 খণ্ডে রচিত,যার মাত্র ৩৫ খণ্ড পাওয়া গেছে।তবে গ্রন্থ রচনার পর তিনি তার মূল গ্রন্থের একটি সংক্ষিপ্তসার রচনা করেন,যা থেকে প্রতি খণ্ডে আলোচ্য বিষয় জানা যায়।তিনি তার ইতিহাস লেখার লক্ষ্য হিসাবে রোমান জাতির সভ্য জগতের নেতৃত্ব দানের উপযোগী হওয়া এবং রোমান সাম্রাজ্যের গৌরব ফিরে পাওয়ার সত্য ঘটনা তুলে ধরার কথা বলেছেন।তার এই প্রামাণ্য ইতিহাস দলিলের ১-৫ খণ্ডে রোমুলাসের রোম প্রতিষ্ঠা ও এক এক জন রাজার ভালো-মন্দ কাজ।৬-১৫ খণ্ডে রোমানদের ইতালি বিজয় তথা সামনাইট যুদ্ধের কাহিনী।১৬-৩০ খণ্ডে বীর হ্যানিবলের বীরত্বের কাহিনী।৩১-৪৫ খণ্ডে ম্যাসিডোনীয় যুদ্ধের ইতিহাস।৪৬-৭০ খণ্ডে রোমের সামাজিক অসন্তোষ,দাস বিদ্রোহ,গৃহযুদ্ধের কথা।৭১-৯০ খণ্ডে সুল্লার মৃত্যুকাল পর্যন্ত ইতিহাস।৯১-১০৮ গলদের বিরুদ্ধে রোমান যুদ্ধের কাহিনী।১০৯-১১৬ সিজারের মৃত্যুকাল পর্যন্ত রোমের গৃহযুদ্ধের কথা।১১৭-১৩৩ অ্যাণ্টনির মৃত্যু পর্যন্ত নানা ঘটনাবলী।১৩৪-১৪২ অগাস্টাসের শাসনের বিভিন্ন দিক সম্পর্কে জানা যায়।এক কথায় গ্রন্থটি রোমান ইতিহাসের ধারক ও বাহক।

ট্যাসিটাস ছিলেন অপর একজন বিশিষ্ট ঐতিহাসিক।তিনি সম্রাট ডোমিসিয়ানের স্বৈরাচারী শাসনের কাহিনী উল্লেখকরে Life of Agricola গ্রন্থ রচনা করেন। তাঁর রচিত Histories গ্রন্থের ১৪ খণ্ডে ৬৯ খ্রীস্টাব্দ পর্যন্ত ৬ জন সম্রাটের(গালবা থেকে ডোমিসিয়ান)শাসন কালের ইতিহাস লিপিবদ্ধ আছে। যদিও গ্রন্থের সব অংশ পাওয়া যায়নি। দীর্ঘ গৃহযুদ্ধের ভয়ঙ্কর ইতিহাস তিনি তুলে ধরেছেন।আবার তার জার্মানিয়া গ্রন্থে জার্মানদের জার্মানদেশের উৎপত্তির ইতিহাস বর্ণনা করা আছে। তবে তার লেখা Annals গ্রন্থের জন্য তিনি বিখ্যাত হয়ে আছেন। গ্রন্থটিতে তিনি ১৪-৬৮ খ্রীস্টাব্দের রোমান সাম্রাজ্যের ইতিহাস লিপিবদ্ধ করেছেন। অর্থাৎ অগাস্টাসের মৃত্যুর পর থেকে নিরোর শাসনকাল পর্যন্ত ইতিহাস। তবে উভয় লেখকের গ্রন্থ গুলির সব খণ্ড পাওয়া গেলে হয়ত রোমান সাম্রাজ্যের অনেক অজানা তথ্য জানা যেত।

The End

***What type of land called ‘Agar Publicus’ in Rome.(রোমে কি ধরণের জমিকে অগার-পাবলিকাস বলা হত)। (5 mark)

Ans— রোমান সভ্যতায় ব্যক্তি মালিকানা ও সরকারি মালিকানা-এই দু ধরণের মালিকানা যুক্ত জমি ছিল। সরকারি মালিকানায় প্রচুর উর্বর খাসজমি ছিল, যে জমিকে বলা হত Ager-Publicus . রোমান সভ্যতায় প্যাট্রিসিয়ান ও প্লিবিয়ান এই দুই শ্রেণীতে সমাজ বিভাজিত হওয়ার পশ্চাতে এই খাস জমির সম্পত্তি বিশেষ ভূমিকা নিয়েছিল। প্রজাতন্ত্রের যুগে সরকার রাজ্যবিস্তারের লক্ষ্যে ইতালির বিভিন্ন অঞ্চল ও ইতালির বাইরে সাম্রাজ্য বিস্তার করলে সেখানের উর্বর জমি গুলি সরকারি খাস জমির অন্তর্ভুক্ত করা হয়। ফলে সরকারি খাস জমির পরিমান প্রচুর পরিমানে বেড়ে যায়। অভিজাততান্ত্রিক সরকার থাস জমিগুলির বেশিরভাগ অংশ অভিজাতদের মধ্যে বন্টন করে দেয়। ফলে বৃহৎ বৃহৎ কৃষিক্ষেত্র অভিজাত প্যাট্রিসিয়ানদের অধিকারে আসে।এর ফলে স্বাধীন নাগরিক ও প্লিবিয়ানরা প্যাট্রিসিয়ানদের সঙ্গে জমির অধিকার নিয়ে দ্বন্দ্বে লিপ্ত হয়। যা দীর্ঘদিন চলেছিল।তাছাড়া পরবর্তীকালে ইতালিয় সামরিক প্রধানরা, যারা কিনা রোমান সেনাবাহিনীর অন্যতম ছিল তারা এই জমির উপর তাদের অধিকারের দাবি নিয়ে ও সংঘর্ষে লিপ্ত হয়। অন্যদিকে এই সব বৃহৎ জমি সস্তায় চাষাবাদের জন্য ধীরে ধীরে দাস ব্যবস্থা বিস্তার লাভ করে। এই সরকারি খাস জমিকে কেন্দ্র করে রাজ পরিবারের মধ্যেও ক্ষমতার অন্তর্দ্বন্দ্ব দেখা দেয়।

The End

***Discuss about the 'assemblies' in Republican Rome.(প্রজাতান্ত্রিক রোমের সাধারণসভা সম্পর্কে আলোচনা কর) {5 mark}

Ans—রোমান সাম্রাজ্যে প্রজাতন্ত্রের উৎপত্তি ও বিকাশে সাধারণ সভাগুলির গুরুত্ব সবথেকে বেশী। ৫০০ বছর ধরে প্রজাতন্ত্রের ভাবধারা বিকাশে তিনটি সাধারণসভা বিশেষ ভূমিকা নিয়েছিল।যথা:

(১) কমিসিয়া কিউরিয়াটা-রোমের প্রথম ও সর্বাধীক পুরোনো সভা এটি।রাজতন্ত্রের সময় এই সভা রাজাকে পরামর্শ দিত। প্রজাতন্ত্রের প্রথম যুগে খ্রী:পূ: পঞ্চম শতকে এটি সাধারণ সভা রুপে কাজ করে।কয়েকটি পরিবার সমষ্ঠিকে বলা হত কিউরিয়া, যেটি রাষ্ট্র শাসনের ক্ষুদ্র একক ছিল।আর সকল কিউরিয়ার মিলিত অধিবেশনকেই বলা হত কমিসিয়া-কিউরিয়াটা।প্রজাতন্ত্রের যুগে এই অধিবেশনে রাষ্ট্রের নতুন আইন পাশ করা হত, অতএব কমিসিয়া-কিউরিয়াটা ছিল আইন সভা।

(২)কমিসিয়া-সেঞ্চুরিয়াটা- রোমান প্রজাতন্ত্রের সময়ে এই সভা গুরুত্ব লাভ করে। রাজা সারভিয়াস টিউলিয়াসের রাজত্বকালে এই সভার সৃষ্টি। মূলত রোমে সকল শ্রেণীর মধ্য থেকে সৈন সংগ্রহের জন্য সম্পত্তির ভিত্তিতে এই সভা গঠিত হয়।সম্পত্তির ভিত্তিতে গঠিত মোট ১৯৩ টি সেঞ্চুরিয়াটা যে অধিবেশনে মিলিত হত তার নাম হয় কমিসিয়া-সেঞ্চুরিয়াটা।প্রজাতান্ত্রিক শাসনের দ্বিতীয় শতক থেকে সামরিক,অর্থনৈতিক,রাজনৈতিক দিক থেকে এই সভা প্রধান হয়ে উঠে।

(৩)উপজাতীয় সভা- প্লিবিয়ানদের গঠিত উপজাতীয় সভা ছিল দুটি। ক. **কনসিলিয়াম প্লেবিস-** প্যাট্রিসিয়ান পরিষদ সিনেটে Tribal Assembly কে স্বীকৃতি দিলে প্লিবিয়ানরা নিজস্ব একটি পৃথক প্রতিনিধি সভা গড়ে তার স্বীকৃতি আদায় করে যার নাম **কনসিলিয়াম প্লেবিস**।এটি কমিসিয়া-সেঞ্চুরিয়াটার সম ক্ষমতা সম্পন্ন ছিল। খ.**কমিসিয়া-ট্রিবিউটার**- এই সময়ে প্যাট্রিসিয়ানরা উপলব্ধি করেছিল কমিসিয়া-কিউরিয়াটা প্রায় অচল এবং কমিসিয়া-সেঞ্চুরিয়াটা বিশাল কার্যভারে ক্লান্ত। তাই তারা দ্রুত আইন প্রণয়নের জন্য অপর প্লিবিয়ান উপজাতীয় সভা কমিসিয়া-ট্রিবিউটার কে দায়িত্ব দিল। কনসালের সভাপতিত্বে এই সভা কমিসিয়া-সেঞ্চুরিয়াটার বিকল্প হিসাবে কাজ করতে থাকল।

The End

***Who were the Patricians And who were the Plebians. (কাদের প্যাট্রিসিয়ান এবং কাদের প্লিবিয়ান বলা হত) (5/5 mark).

Ans-- **প্যাট্রিসিয়ান**- রোমান রাজতন্ত্রের যুগ থেকেই সমাজে প্যাট্রিসায়ান ও প্লিবিয়ান এই দুই শ্রেণীর অবস্থান ছিল। তবে প্রথমে রোমান সমাজে সকল মানুষ স্বাধীন ছিল। কিন্তু তাদের মধ্যে সুচতুর ও সুযোগ সন্ধানী মানুষ গুলি ক্রমশ বেশি জমিজমা ও সম্পত্তির মালিক হয়ে ওঠে। এই সকল মানুষের মধ্যে জমির মালিক,বণিক, শিল্পী, ও অনান্য বুদ্ধিজীবী মানুষ ছিল,যাদের সাথে ক্রমশ সাধারণ মানুষের পার্থক্য গড়ে ওঠে। রাজতন্ত্রের যুগে এরা অভিজাত রুপে পরিচিত হয়।এভাবে একাধীক অভজাত পরিবারের সৃষ্টি হয়।যাদের নিয়ে গড়ে ওঠে অভিজাততন্ত্র। অবশ্য মনে রাখতে হবে এই সম্প্রদায়ের বৃহৎ অংশ ছিল রাজ পরিবার এবং পরিবারের সকল আত্মীয় স্বজন।পরবর্তী কালে সামরিক প্রধান অনেকে এই এলিট শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত হয়।এরা সম্পদশালী শ্রেণি থেকে বিশেষ অধিকার বা সুবিধা প্রাপ্ত শ্রেণিতে পরিণত হয় এবং রোমান ভাষায় প্যাট্রিসিয়ান নামে পরিচিত হয়।

প্লিবিয়ান-রোমান রাজতন্ত্রের যুগ থেকেই সমাজে প্যাট্রিসিয়ান ও প্লিবিয়ান এই দুই শ্রেণীর অবস্থান ছিল। তবে প্রথমে রোমান সমাজে সকল মানুষ স্বাধীন ছিল। কিন্তু তাদের মধ্যে সুচতুর ও সুযোগ সন্ধানী মানুষ গুলি ক্রমশ বেশি জমিজমা ও সম্পত্তির মালিক হয়ে ওঠে। যাদের সংখ্যা কম ছিল। অপরদিকে বৃহৎ সংখ্যক মানুষ সাধারণ মানুষ রুপে চিহ্নিত হয়।যাদের সঙ্গে ধণীদের ক্রমশ বৈষম্য বৃদ্ধি পায়। জীবন ধারণের প্রয়োজনে এই বৃহৎ সংখ্যক মানুষ নিজেদের পরিবারের ভরণপোষণ এবং তৃতীয় কোন পক্ষের আক্রমণ থেকে নিরাপত্তা লাভের জন্য অভিজাত শ্রেণির মানুষের উপর

নির্ভরশীল হয়ে পড়ে। সমাজে এই বৃহৎ সংখ্যক মানুষই প্লিবিয়ান নামে পরিচিত হয়।তারা একরকম প্যাট্রিসিয়ানদের আজ্ঞাবাহী, অনুগত শ্রেণির মানুষে পরিণত হয়। তবে তখন দাসপ্রথা সম্পর্কিত ধারণা গড়ে ওঠেনি, তাই খুব বেশী পরিমান ঋণগ্রস্থ ব্যক্তি ছাড়া কেউ দাস ছিল না। সামাজিকভাবে প্লিবিয়ানরা প্যাট্রিসিয়ানদের সেবক এই সমঝোতা উভয় শ্রেণী নিজেদের মধ্যে করে নিয়েছিল। যদিও প্রজাতন্ত্রের যুগে এই দুই শ্রেণির মধ্যে তীব্র দ্বন্দ্ব দেখা দেয়,এবং প্লিবিয়ানরা রাষ্ট্র ব্যবস্হায় তাদের অধিকার আদায় করতে সক্ষম হয়। যদিও এই অধিকারের দ্বন্দ্ব ছিল রক্তপাত হীন বিপ্লব।

The End

***Nature of Marius reform of the Roman Army. Was that the beginning of the collapse of the Republic? (মারিয়াসের সামরিক সংস্কারের প্রকৃতি।প্রজাতন্ত্রের পতনের এটাই কি সূচনা ছিল ?) 4+4 mark.

Ans- বিখ্যাত সামরিক নেতা সি. মারিয়াস ১০৫ খ্রী: পূ: জুগুরথাকে পরাজিত করে রোমে ফিরলে ১০৪ খ্রী:পূ: তাকে পুনরায় কনসাল নির্বাচিত করা হয়।তিনি কনসাল হয়ে সামরিক সংস্কারের প্রয়োজনিতা উপলব্ধি করেন এবং সামরিক বেশ কিছু সংস্কার কার্যকরি করেন।তিনি চেয়েছিলেন একটি দীর্ঘকালিন প্রভাব যুক্ত সংস্কার করতে। তিনি সম্পত্তির শর্ত তুলে দিয়ে ঘোষণা করেন স্বাধীন ইতালিয় মাত্রই সৈন্যবাহিনীতে যোগ্যতা অনুসারে সৈনিক হতে পারবেন। রাষ্ট্র এখন থেকে সৈনিকদের বেতন দেবে। প্রতিটি ট্রাইব থেকে নির্দিষ্ট সংখ্যক যুবকের সেনাবাহিনীতে নাম লেখানো ও সেবা করা বাধ্যতামূলক করেন।প্রতিটি লিজিয়নের সেনাসংখ্যা ৫০০০ থেকে বাড়িয়ে ৬০০০ করা হয়। প্রতিটি লিজিয়নকে ১০ টি করে কোহর্টে ভাগ করে এই সেনা রাখার কথা বলা হয়। সেনাদের মধ্যে পূর্বের পার্থক্য দূর করা হয়।তবে সেনা ও সেনানায়কদের বেতন ও মর্যাদায় যথাযথ পার্থক্য রাখা হয়। সকল সেনা লিজিয়নের জেনারেলের অধিন হিসাবে তার নির্দেশ মানতে বাধ্য। এভাবে সমগ্র সেনা বাহিনীর উপর একটি সুনিয়ন্ত্রিত বন্ধন এবং রাষ্ট্রের প্রয়োজনে যথাযথ সেনা সরবরাহ নিশ্চিত করেন। অপরদিকে এখন থেকে রোমান সামরিক বাহিনীতে রোমান ও Allies থেকে নিয়োজিত সেনার মধ্যে আর কোন ব্যবধান রইল না।

নিসন্দেহে মারিয়াসের এই সামরিক সংস্কার প্রজাতান্ত্রিক আদর্শের সঙ্গে সামনঞ্জস্যপূর্ণ ছিল। কিন্তু এই ব্যবস্হা রোম ও ইতালির অন্যান্য রাজ্যে বিদ্রোহ থামাতে পারেনি।কারণ ইতালির মিত্র রাজ্যগুলি যারা রোমান সামরিক বাহিনীতে শক্তিধর সেনা বিভাগ রুপে কাজ করত।তারা যুদ্ধে লাভ করা সরকারি খাস জমির অংশ, ভোটাধিকার, রোমান নাগরিকত্ব, প্রয়োজনীয় খাদ্যশস্য, কিছুই তাদের দাবী অনুসারে পায়নি। ফলে তারা সমমর্যাদার দাবিতে ইতালিয়া নামে ইতালীয় সংঘ গঠন করলো।সংঘের রাজধানী স্থাপন করলো করফিনিয়াম নামক স্থানে। ইতালীয় সংঘ রোমান অনুকরণে কনসাল নিয়োগ, সিনেট গঠন করল। অবশেষে সমগ্র ইতালি বিদ্রোহ করেছিল। রোমান প্রজাতন্ত্রের অধীনে রোম সাম্রাজ্য ভেঙে পড়ার উপক্রম হল। যদিও শেষ পর্যন্ত রোমান সাম্রাজ্য এই বিদ্রোহ প্রতিরোধ করতে সক্ষম হয়,কিন্তু এত দিনের ঐক্যবদ্ধ সাম্রাজ্যের ভিতে ফাটল ধরে। এই ফাটল তীব্র হয়েছিল কারণ মারিয়াসের সংস্কার প্রতিটি লিজিয়নের সমগ্র সেনাদের লিজিয়নের অধীনে রাখায়। ফলে অনুগত লিজিয়ান প্রধানের পক্ষে সেনাদের নিয়ন্ত্রন করা সম্ভব হল না,অন্যদিকে বিদ্রোহী লিজিয়নদের হযে তার সেনা রোমের বিরুদ্ধে তীব্র লড়াই এ লীপ্ত হল। এভাবে মারিয়াসের সংস্কারের মধ্য দিয়ে Allis গুলি ও রোমের মধ্যে যে ব্যবধান রচিত হয়েছিল তা আর কোনোদিন মুছে ফেলা সম্ভব হয়নি। মনে রাখতে হবে তৃতীয় শতকে যে গভীর সংকট রোম সাম্রাজ্যে নেমে এসেছিল এবং রোম সাম্রাজ্যকে প্রায পতনের সম্মুখিন করেছিল তার সংঙ্গে এই সংস্কারের বিশষ যোগ ছিল। তাছাড়া বারে বারে রোম সাম্রাজ্যে গৃহযুদ্ধ ফিরে এসছিল যা রোম সাম্রাজের প্রজাতন্ত্রের পতনের প্রধান কারণ ছিল। তাই একথা অবশ্য বলা যায় যে মারিয়াসের সামরিক সংস্কার এর মাধ্যমে রোম প্রজাতন্ত্রের পতনের শুভ শুচনা হয়েছিল এবং সাম্রাজ্যে পতনের বীজ রোপিত হয়েছিল।

The End page-8

*** How did the conflicts between Sulla and Marius affect the Republic? (সুল্লা ও মারিয়াসের দ্বন্দ্ব প্রজাতন্ত্রে কি প্রতিক্রীয়া ফেলেছিল?) {8 mark}

Ans- ইতালির সঙ্গে সামাজিক যুদ্ধে সুল্লা সাফল্য অর্জন করার ফলে মারিয়াস ও সুল্লার দ্বন্দ্ব প্রকাশ্যে চলে আসে। মারিয়াসের সামরিক সংস্কারের কারণে লিজিয়ন প্রধানরা রাষ্ট্রক্ষমতা দখলে লিপ্ত হলে প্রজাতন্ত্রের সংকট সৃষ্টি হয়। এই সময় মারিয়াস ও সুল্লা নিজ নিজ লিজিয়নগুলি নিয়ে রোমের সর্বোচ্চ ক্ষমতা লাভের দ্বন্দ্বে লিপ্ত হন। রোমে রক্তপাত নিত্য ঘটনা হযে দাঁড়ায়। সামাজিক যুদ্ধের শেষে এশিয়া প্রভিন্সের উত্তরদিকে পন্টাসের রাজা মিথ্রডেটস রোমান বিদ্রোহী কার্যক্রম শুরু করলে, সেথানে রোমান সেনাবাহিনীর অভিযানের প্রয়োজন হয়। তখন একইসঙ্গে মারিয়াস ও সুল্লা এই অভিযানে যাওয়ার দাবি সেনেটে জানান। ইতিমধ্যে পুনরায় মারিয়াস কনসাল নিযুক্ত হলে সুল্লা প্রচণ্ড ক্ষুব্ধ হন। এদিকে মারিয়াস তৎকালিন ট্রিবিউন সালপিসিয়াস রুফাসকে লিজের পক্ষে নিয়ে কমিসিয়া-সেঞ্চুরিয়াতে ইতালিয়ানদের ও স্বাধীন দাসদের ভোটাধীকার দানের প্রতিশ্রুতি দিয়ে একটি প্রস্তাব পাশ করেন এবং এই সভাতেই মিথ্রডেটসের বিরুদ্ধে অভিযানে যাওয়ার জন্য নিজের নাম পাশ করিয়ে নেন। তখন সুল্লা তার লিজিয়নে ফিরে গিয়ে সমগ্র লিজিয়ন সেনা নিয়ে রোমে সেনা অভ্যুত্থান ঘটালেন এবং ট্রিবিউন সালপিসিয়াসকে হত্যা করলেন,মারিয়াস ভয়ে আফ্রিকাতে পলায়ন করলেন।

ক্ষমতা পেয়েই সুল্লা রোমান সংবিধান কিছু পরিবর্তন করে রোমানদের পুনরায় শ্রেষ্ট নাগরিক হিসাবে ঘোষণা করেন এবং কমিসিয়া-সেঞ্চুরিয়াকে পুনর্গঠন করে ধনীদের অধিকার পূর্ণরুপে প্রতিষ্ঠা করেন। ইতালিয়দের জন্য মারিয়াসের প্রদত্ত অধিকারগুলি সম্পূর্ণ বাতিল করেন। ট্রিবিউনদের

আইন প্রণয়নের ক্ষমতা হ্রাস করেন। কিন্তু তাকে অচিরেই মিথ্রডটসকে দমনের জন্য যেতে হয়।এই সুযোগে মারিয়াসের অনুগামী সিন্না ৮৭ খ্রীস্টাব্দে কনসাল হন এবং ইতালিয়দের নাগরিকত্ব সহ সমানাধিকার দান করেন ও মারিয়াসকে ফিরিযে আনেন। মারিয়াস ও সিন্না কিছুদিনের জন্য কনসাল নির্বাচিত হয়ে চরম প্রতিশোধ পরায়ন হয়ে পড়েন। যারা সুল্লাকে সমর্থন করেছিল তাদের সকলকে হত্যা করেন। রোমের সৌভাগ্য যে ইতিমধ্যে মারিয়াস মারা যান।

মারিয়াস মারা যাওয়ার পর সুন্না রোমে আইনশৃঙ্খলা ফিরিয়ে আনেন। ইতালিয়দের সকলকে রোমানদের সঙ্গে সমান মর্যাদা দেওয়া হয়। তিনি তার সৈনিকদের উপর ভরসা রেখে বিনা নির্বাচনে ৮৫-৮৬ খ্রী: পূ: নিজেকে কনসাল পদে অধিষ্টিত করেন। অপরদিকে সুল্লা মিথ্রডেটসের বিরুদ্ধে যুদ্ধে কিছুটা সফলতা পেয়েছিলেন। তাকে সাহায্য করার জন্য সিন্না সেনাদের নিয়ে অগ্রসর হন,কিন্তু অ্যাঙ্কলার কাছে নিজ সেনাদের দ্বারা নিহত হন। ৮৩ খ্রী:পূ: সুল্লা বিপুল সেনা নিয়ে ফিরে আসেন এবং ডেমোক্রেটিক পার্টির বাধা দানের প্রচেষ্টাকে ব্যর্থ করে Allies এর অধিবাসীদের নাগরিকত্ব দানের প্রতিশ্রুতি দিয়ে ক্ষমতা দখল করে ৮১ খ্রী:পূ নিজেকে ডিক্টেটর ঘোষণা করেন। এই পর্বে প্রচুর প্রজাতন্ত্রী সমর্থনকারীকে তিনি হত্যা করেন। তাছাড়া প্রচুর সামনাইটকেও হত্যা করন।তবে দীর্ঘ ৮-১০ বছর ধরে চলা গৃহযুদ্ধের অবসান হয়। সাধারণ মানুষও এই গৃহযুদ্ধের হত্যালীলা থেকে মুক্তি চাইছিল,তাই তারা প্রজাতন্ত্রের প্রতি আস্থা হারিয়ে ফেলেছিল এবং সুল্লার একনায়কতন্ত্রকে মেনে নিতে দ্বিধা করেনি।

তবে এই দীর্ঘ গৃহযুদ্ধের ফল প্রজাতন্ত্র বা রোমান সাম্রাজ্যের জন্য একেবারেই ভালো ছিল না। সুল্লা ডিক্টেটর হিসাবে সিনেটোরিয়াল আধিপত্য ফিরিয়ে আনেন। সংবিধান সংশোধন করে একাধিক নতুন ধারা যুক্ত করেন। তিনি ট্রিবিউনদের ক্ষমতা বাতিল করে সিনেটরদের থেকে ট্রিবিউন নির্বাচনের ব্যবস্থা করেন। সিনেটের উপর সেন্সরের নিয়ন্ত্রন বাতিল করেন। তবে ভবিষ্যতে সেনানায়কদের রাষ্ট্র ক্ষমতা দখলের পথ বন্ধ করে যেতে পারেননি বরং লিজিয়নের সেনাপতিরা কিভাবে সেনা অভ্যুত্থান ঘটিয়ে রাষ্ট্র ক্ষমতা দখলের দৃষ্টান্ত স্থাপন করে যান। তিনি একনায়কতন্ত্র প্রতিষ্ঠার পর স্বেচ্ছায় রাজনীতি থেকে সরে দাঁড়ান। মারিয়াস ও সুল্লার দ্বন্দ্ব যে দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছিল তার ফলে পরবর্তী সময়ে তাদের অনুকরণে সেনানায়করা রাষ্ট্র ক্ষমতা দখলে ও রক্তপাতে লিপ্ত হয়। ফলে রোমান প্রজাতন্ত্র দ্রুত পতনের দিকে অগ্রসর হয়।

The End

*** Third century crisis of the Roman Empire.(রোমান সাম্রাজ্যের তৃতীয় শতকের সংকট)।

Ans- বিখ্যাত ঐতিহাসিক এডওয়ার্ড গিবন তাঁর ''The Decline and fall of the Roman Empire'' গ্রন্থে বলেছেন কমোডাসের পিতা অরিলাসের মৃত্যুর পর রোমান সাম্রাজ্য ধিরে ধিরে সংকটের সম্মুখীন হয়, যা তৃতীয় শতকে তীব্র হয়। সমগ্র তৃতীয় শতক ধরে রোমের লিজিয়ান শাসকরা নিজেদের মধ্যে সম্রাট পদ অধিকারের দ্বন্দ্বে লিপ্ত থাকেন। বিক্ষিপ্ত ভাবে কোন কোন শাসকের আমলে শান্তি বিরাজ করলেও ষড়যন্ত্র প্রক্রিয়া রাষ্ট্রের অভ্যন্তরে অব্যাহত ছিল। ১৯২ খ্রী: থেকে তৃতীয় শতকের শেষ এই সময়ে প্রায় ৩০ জন শাসক ক্ষমতা দ্বন্দ্বে লিপ্ত ছিল এবং একে অপরকে হত্যা করে সিংহাসন দখল করেছিল। এই সময়ে সৃষ্ট অবস্থায় যে কোন সময় রোমান সাম্রাজ্যের পতন হতে পারত।যদিও তা হয়নি, কিন্তু প্রচুর শক্তি ক্ষয় হয়েছিল,ভয়াবহ রক্তপাত হয়েছিল, অদূর ভবিষ্যতে সাম্রাজ্যের পতনের রুপরেখা তৈরি হয়ে গিয়েছিল।

স্বৈরাচারী শাসক কমোডাসের ১৯২ খ্রী: মৃত্যুর পর পার্টিনাক্স মাত্র তিনমাসের জন্য সিংহাসনে বসেন। অবশেষে ১৯৩ খ্রীস্টাব্দে সেভেরাস নামক এক লিজিয়ন প্রধান সম্রাট হন। বৈদেশিক আক্রমণ থেকে দেশকে রক্ষা করার জন্য সিমান্ত সুরক্ষিত করেন। অন্যদিকে তার প্রতিদ্বন্দ্বী ও বিদ্রোহী ব্রিটেনের গভর্নর আলবিনাস এবং সিরিয়ার গভর্নর নাইগারকে এক দীর্ঘ যুদ্ধে পরাজিত করেন। সেভেরাস আভ্যন্তরিণ প্রচুর জনকল্যান মূলক কাজ করেন, সাধারণ মানুষকে রাষ্ট্রীয় সাহায্য দানের ব্যবস্থা করেন এবং সিনেটরদের বিশেষ ক্ষমতা হ্রাস করেন।

২১১ খ্রী: তার মৃত্যু হলে তার পুত্র দ্বয় নিজেদের মধ্যে সিংহাসনের দ্বন্দ্বে লিপ্ত হন। পুত্র কারাকাল্লা অপর পুত্র গেটাকে হত্যা করে ২১১ খ্রী: সিংহাসনে বসেন। কিন্তু ২১৭ খ্রীস্টাব্দে মেসোপটেমিয়া আক্রমণ কালে সেখানে তারই সামরিক অফিসারের চক্রান্তে নিহত হন। এরপর পুনরায় আবার সিংহাসন কেন্দ্রিক গৃহযুদ্ধ শুরু হয়। সেনা অফিসার ম্যাক্রিনাস সম্রাট হয়ে একবছরের মধ্যে অপর সেনা অফিসারের হাতে নিহত হন। তখন সেনারাই সমবেত ভাবে কারাকাল্লার আত্মীয় এলাগাবালাসকে সম্রাট করেন। চার বছর শাসন করে তিনিও নিরাপত্তা রক্ষি দ্বারা নিহত হন ২২২ খ্রী:।

এরপর আলেকজান্ডার সেভেরাস সিংহাসনে বসেন মাত্র ১৪ বছর বয়সে। তিনি ২২২-২৩৫ খ্রীস্টাব্দ পর্যন্ত সিংহাসনে ছিলেন। তিনি তার মাতা জুলিয়া মাইসির দক্ষ নেতৃত্বে সর্বত ভাবে রোমে সুশাসন গড়ে তোলেন। কিন্তু রোমের দুর্ভাগ্য যে ২৩৪ খ্রীস্টাব্দে অ্যালমান্নিদের বিরুদ্ধে অভিযানকালে তার উচ্চপদস্থ সেনা অফিসার জুলিয়াস ম্যাক্সিমিনাসের সেনা বিদ্রোহে তিনি ও তার মাতা উভয়েই ম্যাক্সিমিনাসের হাতে নিহত হন। মাতা ও পুত্রকে একসাথে হত্যা করে বিদ্রোহীরা রোমকে ৫০ বছরের এক সংকটে ফেলে দেন, যা রোমের ইতিহাসে খ্রীস্টীয় তৃতীয় শতকের সংকট।

২৩৫ খ্রী: ম্যাক্সিমিনাস সিংহাসনে বসেন। কিন্তু অতিসাধারণ সেনা থেকে সম্রাট পদে অধিষ্ঠিত এই ব্যক্তিকে সিনেট মেনে নেয়নি। সিনেট পালটা আফ্রিকার প্রোকনসাল অ্যান্টোনিয়াস গর্ডিয়ানকে সম্রাট রুপে ঘোষনা করেন। কিন্তু তিনি ও তার পুত্র ২৩৮ খ্রী: ম্যাক্সিমিনাসের বিরুদ্ধে যুদ্ধে প্রাণ হারান। সিনেট এপ্রিল মাসে পুনরায় পুপিনাস ও ব্যলবিনাস নামে দুই সিনেটরকে সম্রাট ঘোষণা করেন। কিন্তু ম্যাক্সিমিনাস সিনেটকে অগ্রাহ্য করে রোমের দিকে অগ্রসর হন। তখন ইতালিবাসী ও প্রিটোরিয়ান বাহিনী একত্রে ম্যাক্সিমিনাসকে প্রতিরোধে যুদ্ধে সামিল হয়। তখন ম্যাক্সিমিনাসের সেনারা তাকেই হত্যা করেন। কিন্তু প্রিটোরিয়ান সেনা যুগ্ম সম্রাটকে হত্যা করে নিজেদের মনোনিত তৃতীয় গর্ডিয়ানকে সম্রাট করতে সিনেটকে বাদ্ধ করেন ২৩৮খ্রী: জুলাই মাসে। ১৫ বছরের বালক তৃতীয় গার্ডিয়ানের হয়ে সি.এফ.টিমেসিথিউস শাসন পরিচালনা করতে থাকেন। কিন্তু ২৪৪ খ্রী: সম্রাট তার আরবিয় সেনাধক্ষ্য জুলিয়াস ফিলিপ্পাসের হাতে নিহত হন। ফিলিপ্পাস সিনেটের সঙ্গে বোঝাপড়া করে ২৪৪-২৪৮ খ্রী: পর্যন্ত সম্রাট রুপে শাসন করেন। কিন্তু ডেসিয়ার রোমান সেনাপ্রধান সি.ট্রাজানাস ডেসিয়াস ফিলিপ্পাসকে ভেরোনার যুদ্ধে পরাজিত ও নিহত করে নিজে সিংহাসনে বসেন। কিন্তু তিনিও বেশী দিন শাসন করতে পারেন নি। গথদের রাজা নিভার নিকট ২৫১ খ্রী: যুদ্ধে পরাজিত ও নিহত হন।

ডেসিয়াসের পর ট্রিবোনিয়াস ২৫১-২৫৩ খ্রী: পর্যন্ত সম্রাট থাকেন। এরপর একজন লিজিয়ান কমাণ্ডার অ্যামিলিয়ানাস সম্রাট হয়ে কয়েক মাসের মধ্যে নিজের সেনাদের হাতে নিহত হলে পি. লিসিনিয়াস ভ্যালেরিয়ানাস সম্রাট হন ২৫৩ খ্রী:। একদিকে এই গৃহযুদ্ধ এবং অন্যদিকে বিদেশি আক্রমণ রোমান সাম্রাজ্যকে দ্রুত অবক্ষয়ের পথে নিয়ে চলেছিল। ২৩৫- ২৫৩ খ্রী: সময়কালে ১২ জন সম্রাট পদে বসে ও পরস্পরকে হত্যা করে।

সাম্রাজ্যের এই আভ্যন্তরিণ সংকটে ভ্যালেরিয়ানাসের শাসন কালে গথ ও জার্মানির অ্যালামান্নি জাতি এবং রাইনে ফ্রাঙ্করা সাম্রাজ্য আক্রমণ করে। অন্যদিকে পূর্বাঞ্চলে পারস্যের রাজা স্যাপুর সিরিয়া দখল করে। স্যাপুরের নিকট ভ্যালেরিয়ানাস পরাজিত ও বন্দি হন। ফলে সাম্রাজ্যের পূর্বের নিরাপত্তা চরম ক্ষতিগ্রস্থ হয়। তবে উত্তর আরবিয়ার পালমিরা নামক রোমান কলনির অন্যতম নেতা অডিনাথুস স্যাপুরকে পরাজিত ও বিতাড়িত করে রোমকে স্বস্তি দেন। এদিকে ২৬০ খ্রী: ভ্যালেরিয়ানাস মারা গেলে গ্যালিয়েনাস সম্রাট হন।তার শাসনকালে (২৬০-২৬৮ খ্রী:)গৃহযুদ্ধ ও বৈদেশিক আক্রমনে সাম্রাজ্য আরো বিপন্ন হয়েছিল।

গল ও উত্তর পূর্ব স্পেন হাতছাড়া হয়, বাইজানটাইন গথরা দখল করে,ব্রিটেন গল ও স্পেন রোমের আনুগত্য ত্যাগ করে। গ্যালিয়েনাস যখন কৃতিত্বের সঙ্গে এদের দমন করছিলেন, তখন লিজ সেনা অফিসার ২৬৮ খ্রী: তাকে হত্যা করেন। তখন ক্লডিয়াস-গথিকাস সম্রাট হন।তিনি গথ ও অ্যালমান্নিদের কঠোর ভাবে দমন করেন। কিন্তু ২৭০ খ্রী:তিনি প্লেগ রোগে মারা যান।

এরপর সম্রাট হন ডোমিসিয়াস অরিলিয়ানাস,তিনি ৫ বছর রাজত্ব করেন। তিনি দানিয়ুব অঞ্চল উদ্ধার করেন,রাইন ও বল্কানে সাফল্য পান,পারস্যের বিধবা রাণি জিনোবিয়াকে পদচ্যুত করেন,সিরিয়া উদ্ধার করেন। কিন্তু গল, ব্রিটেন ও স্পেনে সমান্তরাল পৃথক শাসন চলতে থাকে। অবশেষে ২৭৩ খ্রী: অরিলিয়াস গলের ঘোষিত সম্রাট টেট্রিকাসকে পরাজিত করে রোমান সাম্রাজ্যের অখণ্ডতা রক্ষা করেন। কিন্তু সম্রাট অরিলিয়ানাস ও ২৭৬ খ্রী: সেনা অফিসার দ্বারা নিহত হন। তখন সিনেট কর্নেলিয়াস ট্যাসিটাস কে সম্রাট করেন। কিন্তু তিনি ও সেনা অফিসার দ্বারা সে বছরেই নিহত হন।

এই সংকটকালে অ্যানিয়া ফ্লোরিয়ানাস নিজেকে সম্রাট ঘোষণা করেন।কিন্তু তাকে না মেনে সেনারা অরিলিয়ানাসের লেফটেন্যান্ট অরেলিয়াস প্রোবাসকে সম্রাট করেন। এশিয়া মাইনর ও দানিয়ুব অঞ্চলে তিনি সফন অভিযান করে যখন গলে আসেন তখনই তিনি ২৮২ খ্রী: সেনাদের দ্বারা নিহত হন। সেনারা এবার অরেলিয়াস ক্রাসাসকে সম্রাট করেন। কিন্তু ক্র্যাসাস ও তার পুত্র আর্মেনিয়াতে ২৮২ ও ২৮৪ খ্রী: মারা যান। তখন ইলিরিয়ার প্রিটোরিয়ান প্রিফেক্ট সি. অরেলিয়াস ডায়োক্লিসিয়ান সম্রাট হলেন। অবশেষে স্থায়ীভাবে দীর্ঘ ৫০ বছর পর রোমান সাম্রাজ্যের তৃতীয় শতকের সংকট শেষ হয়।

রোমের ইতিহাসে এক নবযুগের সূচনা হয়। ৫০ বছরের এই সংকট রাজনৈতিক সংকটের পাশাপাশি তীব্র অর্থনৈতিক সংকট সৃষ্টি করে, প্রাদেশিক শাসন সম্পূর্ণ ভেঙ্গে পড়ে,শিল্প-বাণিজ্য বিপর্যস্ত হয়,সাংস্কৃতিক অগ্রগতি স্তব্দ্ধ হয়ে যায় এবং সাম্রাজ্য বিভাজিত হওয়ার উপক্রম দেখা দিয়েছিল। যাইহোক অবশেষে ২৮৪ খ্রীস্টাব্দে ডায়োক্লিসিয়ান রোমান সাম্রাজ্যের ত্রাতা হিসাবে আবির্ভূত হন।

The End

Subrata Biswas